পাঠকের কাছে দায়বদ্ধ

যুগশঙ্খ

গুয়াহাটি, শিলচর ও কলকাতা থেকে একযোগে প্রকাশিত

বর্ষ: ৪২ সংখ্যা: ৫০

গুয়াহাটি, শনিবার, ১১ মে, ২০২৪, ২৮ বৈশাখ, ১৪৩১, মোট ১২ পাতা, দাম ১০ টাকা

Website: jugasankha.in E-Paper: jugasankhaepaper.com

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে কবি প্রণাম

সাংস্কৃতিক প্রতিবেদক, গুয়াহাটি

কটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে কবি প্রণাম অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৮ মে। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কবিগুরুর প্রতিকৃতির সামনে প্রদীপ প্রজ্বলন করেন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. দেবযানী দে সহ মধুপী পুরকায়স্থ ও ড. শিপ্রা গুহ নিয়োগী। সঙ্গে কবির প্রতিকৃতিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

এরপর বিভাগের ২য় সেমিস্টারের ছাত্রী শর্মিষ্ঠা গুহ একটি উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন। তারপর বিভাগের অন্যান্য ছাত্রীরা নাচ-গান ও আবৃত্তির মাধ্যমে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানান। আবৃত্তি পরিবেশনায় ছিলেন বিভাগের বর্তমান ছাত্রী অন্তরা পাল, অনুরাধা নেওপানে, তানিয়া বণিক, মমতা চক্রবর্তী, রূপাঞ্জনা মণ্ডল ও পিয়া দে। নৃত্য পরিবেশন করেন যথাক্রমে শ্রেয়া ঘোষ ও সুমি সাহা।

গানে গানে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে বিভাগীয় ছাত্রী ঝিল্লী মণ্ডল ও সংস্কৃত বিভাগের ছাত্রী ময়ূখী বেজবরুয়া। ময়ূখী কবিগুরুর 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গানটি সংস্কৃত ভাষায় পরিবেশন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন।

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র কুশল বাগচী কবিগুরু সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। বিভাগের পিএইচডি স্কলার অশোক রায় কবিগুরুর রচিত লেখা থেকে ছোট ছোট কাহিনি নিয়ে কবিগুরু সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণা খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেন।

এছাড়া বিভাগের অধ্যাপিকা ড. শিপ্রা গুহ নিয়োগী একটি সংগীত পরিবেশন করেন এবং বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রী ড. সুদীপা ভট্টাচার্য কবিগুরুর 'অভিসার' কবিতাটি আবৃত্তি করে বিশ্বকবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানটিতে বিভাগের অধ্যাপক ড. প্রসূন বর্মণও উপস্থিত ছিলেন। অনাড়ম্বর কিন্তু আন্তরিকতাপূর্ণ ছিল এই সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান। সকলের আন্তরিক উপস্থিতি ও স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে অনুষ্ঠানটিকে একটি অন্যমাত্রা প্রদান করেছে।